048 গ্রামীণ ভূমিহীনদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা (কলতাপাড়া গ্রামের ভূমিহীনদের উপর একটি সমীক্ষা)

প্রকাশকালঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮)।

ক) গবেষক পরিচিতি

১. টি আই এম জাহিদ হোসেন
সহকারী পরিচালক
এম,এ, (সমাজ বিজ্ঞান), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

খ) গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূখ্য উদ্দেশ্যসমূহ যথাক্রমে নিম্নরূপঃ

১) একটি নির্দিষ্ট এলাকার ভূমিহীনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ;

২) ভূমিহীনদের বৃহত্তর গোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার সাথে গবেষণা এলাকাভুক্ত গ্রামটির ভূমিহীনদের অবস্থার পর্যালোচনা; এবং

৩) একাডেমীর ল্যাবরেটরী এলাকার অন্তর্ভূক্ত, বিশেষ করে একাডেমীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে বসবাসকারী ভূমিহীনদের সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং প্রাপ্ত তথ্য হতে সমস্যার প্রকৃতি নির্দ্ধারণ ও তার সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ণয়ের জন্য সুপররিশ প্রণয়ন করাও এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

গ) গবেষণা সারসংক্ষেপ

''ভূমিহীনদের সমস্যা'' বিষয়টির সাথে তিনটি ধারণা পরস্পর যুক্ত। এর মধ্যে প্রথমটি হলো, ''ভূমিহীনতা'' যা, সমাজের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নিঃস্ব করণের প্রক্রিয়াকে বুঝায়, যারা ভূমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়টি হলো, এই বিশেষ গোষ্ঠীর 'অর্থনৈতিক অবস্থা' যা তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের চাহিদা ও তার জোগান দেয়ার মতাকে বোঝায় এবং তৃতীয় বিষয়টি হলো, এদের সামাজিক দিক, যা সমাজের অংশ হিসাবে এদের অবস্থানকে নির্দেশ করে।

অতএব, ভূমিহীনদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা বলতে যা বুঝায় তা' হলো, সমাজের এই শ্রেণীর জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে বিরাজমান অসুবিধা সমূহ। যা' স্বাভাবিক জীবন নির্বাহের শাশ্বতঃ অধিকারকে বাধা গ্রস্থ করার ফলে অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে হুমকির সৃষ্টি করছে। এ অর্থে বিশেষভাবে বলা যায় যে, এই সমস্যাগলো সমগ্র সমাজের ক্রমবিকাশ বা অগ্রগতির ধারাকে এ সংকটজনক অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় কলতাপাড়া গ্রামের ভূমিহীনদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, এই গ্রামের মোট ৪২.১১ শতাংশ পরিবার ভূমিহীন। পরিবারের সদস্য সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, ৩ থেকে ৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা তুলনামূলক অনেক বেশী (৮০%)। বয়সের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১৫ বৎসরের নীচে) সদস্যদের

সংখ্যা মোট ভূমিহীন জনসংখ্যার ৪৬.৬০ শতাংশ। এ অবস্থায় যদি, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা না হয় তবে ক্রমবর্দ্ধমান বেকারত্ব কর্মক্ষম জনশক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে আরো তীব্রতর হবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ভূমিহীন পরিবার সমূহের আয়ের ক্ষেত্রে স্থবিরতা এবং আয় ব্যয়ের ভারসাম্যহীনতা থেকে আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে ভূমিহীনদের যৌথ ও মাঝারী পরিবারগুলো দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে। যদি ও আপাতঃ দৃষ্টিতে পরিবার পিছু গড় সদস্য সংখ্যা (৩.৮ জন) যা জাতীয় মানের চেয়ে (৩.৭ জন) অনেক কম মনে হলেও প্রকৃত অবস্থা ভিন্নতর। কারণ, এই সব ২ বা ৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারগুলো অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলার এক অসম প্রতিযোগিতার ফল। তা হলো এরা যৌথ পবির ব্যবস্থা ভেঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লাভজনক কর্মসংস্থানের অভাবে এরা "দারিদ্রের চক্রে" আবর্তিত হয়ে নিস্বঃকরণ প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে চলেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৫টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৭৫.৫৫ ভাগ শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত। অবশিষ্ট ১৫.৫৫ ভাগ স্বার করতে জানে এবং ৮.৯ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন করেছে। লিখতে এবং পড়তে জানে এ ধরণের ব্যক্তিকে শিক্ষিতের পর্যায়ে ধরে দেখা যায় যে, কলতাপাড়া গ্রামের শতকরা ৯১.১ ভাগ ভূমিহীন অশিক্ষিত।

পেশার ক্ষেত্রে এই গ্রামের শতকরা ৮০ ভাগ ভূমিহীন কৃষি বহির্ভূত কাজ করে থাকে। মোট ১৫টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১১টি পরিবার তাদের পূর্বতন পেশা 'কৃষি' ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। পেশার ক্ষেত্রে মজুর হিসাবে কৃষি কাজকে অলাভজনক বলে উল্লেখ করেছে।

এই গ্রামের ভূমিহীনদের বাসস্থানের সমস্যা অত্যান্ত প্রকট। মোট ১৫টি পরিবারের পরিবার পিছু বাসগৃহের সংখ্যা ১.৫টি। কাঠামোগত দিক থেকে এ গুলোকে অস্থায়ী বাসগৃহ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। যা' বাঁশের বেড়া এবং খড়ের চাল দ্বারা নির্মিত।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ভূমিহীন পরিবার সমূহের মাসিক গড় আয় ৭৮৩.৩৩ টাকা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ৭০০ টাকা পর্যন্ত আয় করে ৬৬.৬৭ পবির। অবশিষ্ট মাত্র ৩৩.৩৩ শতাংশ পরিবার ৭০১ টাকা থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করে থাকে। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ভূমিহীনেরা যে অত্যন্ত অবহেলিত। এই প্রতিষ্ঠিত সত্যটি নতুন করে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা এক্ষেত্রে সময়ক্ষেপন মাত্র। গবেষণা পরিচালিত এলাকায় সরকারী পর্যায়ে বা বেসরকারী ভাবে এখনও পর্যন্ত এদের অবস্থার উন্নয়নের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়নি। অতি সম্প্রতি (১৯৮৬ ইং) বগুড়াস্থ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর আওতায় পরিচালিত পল্লী শিশু ও দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন প্রকল্পের সম্প্রসারিত এলাকা হিসাবে একাডেমীর পার্শ্ববতী ৫ টি গ্রামের একটি কমূসূচী হাতে নেয়া হয়। কলতাপাড়া গ্রামকেও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। এই সুবাদে প্রথম বারের মত এই সব ভূমিহীন পরিবার গুলোকে সংগঠিত করার চেষ্টা চলে। ফলে এই গ্রামের ভূমিহীন পরিবার গুলোর মধ্যে কয়েকটি পরিবার সমিতিভূক্ত হয়। কিন্তু ১৯৮৭ সালের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় এই উদ্দ্যোগেও ভাটা পরে। ফলে প্রকৃত অর্থে এই গ্রামের ভূমিহীন মানুষ এখনও পর্যন্ত কোন সংগঠনের আওতাভূক্ত নয় বলে ধরে নেয়া যায়।

ঘ) উপসংহার

এই গবেষণা কর্মের পাপ্ত তথ্য হতে একটি গ্রামের ভূমিহীন তথা দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। যার সাথে এই শ্রেণীর বৃহত্তর অংশের সমস্যা সমূহের মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বশীলতার যুক্তি উত্থাপিত হওয়া অত্যন্ত যুক্তি সংগত। সেক্ষেত্রে এ কথা বলা যায় যে, গবষণার প্রাপ্ত তথ্য সমগ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর ভয়াবহ দারিদ্রের একটি 'অনুচিত্র' যা একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করেছে সমস্যার মহীরুহ। এ সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে আন্তরিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ দীর্ঘ মেয়াদী আপোষহীন কর্মসূচী। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভাবে বিরাজ করছে সীমাহীন দরিদ্রতা।

বাংলাদেশ সরকার তার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করেছেন যে, দেশের ১/৪ অংশ জনসমষ্টি তাদের জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহে অক্ষম। অতএব দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হবে গ্রামীণ জন সাধারণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন করা। এ উদ্দেশ্যে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ অথচ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নীতি বিসর্জন। এই পরস্পর বিরোধিতা গ্রামীণ বাংলাদেশে দারিদ্র মোচনের কৌশলের মধ্যে 'মতাদর্শ' ও কর্মের যে বৈপরীত্য-এর মধ্যেই নিহীত আছে ভূমিহীনদের তথা জাতীয় অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণ। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে যা জাতীয় আয়ের শতকরা ৫৫ বা ৫৬ ভাগ আসে কৃষি থেকে অথচ সে দেশে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ এবং এ প্রবনতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অতএব সেখানে সমাজের একক বৃহত্তম অংশ "ভূমিহীনদের" মৌলিক সমস্যার সমাধান ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়।